মিস ছানি- ১০/২০২০

উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

আদেশ নং- ৮০
তাং- ২৯/০৩/২০২৩

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। উভয়পক্ষ গরহাজির।

নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। মিস্ মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি , বিজ্ঞ কৌসুলিগনের বক্তব্য ও সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

দরখাস্তকারীপক্ষ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ বিধি ১৩ ও ১৫১ ধারা মোতাবেক অত্র মিস মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছে। ১ নং বাদী প্রতিপক্ষ ও ২-৮ নং প্রতিপক্ষের পূর্ববর্তী মোঃ ইসমাইল মূল অপর ১৫৩/২০১০ মোকদ্দমাটি ১ -৮ নং প্রার্থীকের পূর্ববর্তী এবং ৯-১৬/৪৪ নং প্রার্থীক সহ অন্যান্য গনের বিরুদ্ধে মূল মোকদ্দমার আরজির তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাবদে স্বত্বের ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনয়ন করে। উক্ত বিবাদী প্রার্থীকগণ মামলাটি পরিচালনার জন্য ১ নং বিবাদী তথা ১-৮ নং প্রার্থীকের পিতা সাইদুল হকের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। পরবর্তীতে উক্ত ১ নং বিবাদী বিগত ১৫/০১/২০১৩ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করলে, প্রার্থীকগণ মামলা পরিচালনা করার জন্য কোর্টে আসলে বাদী প্রতিপক্ষগণ নালিশী সম্পত্তিতে তাহাদের বাস্তবিক অর্থে কোন স্বত্ব না থাকায় মূল মামলা পরিচালনা না করার আশ্বাস প্রদান করে এবং মামলা প্রত্যাহারের অঙ্গীকার প্রদান করে। উক্ত মামলায় ১ নং বিবাদীর মৃত্যুতে তাহার ওয়ারীশগণ কে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো বাদী-প্রতিপক্ষ নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে বিগত ২১/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে আবদুল সালাম গং দের স্মমুখে প্রকাশ করে যে মূল মামলায় তারা ২৩/০৫/২০১৭ ইং তারিখে একতরফা ডিক্রী প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারী গত ২৫/০৮/২০২০ ইং তারিখে নিযুক্তীয় কৌসুলীর মাধ্যমে সংবাদের নকল মাধ্যমে সর্ব প্রথম এইরূপ একতরফা আদেশ ও ডিক্রী বিষয়ে সম্যকভাবে অবগত হন। বাদীগণ সম্পূর্ন প্রতারনার আশ্রয়ে উক্ত একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। প্রার্থীকগণ মামলা চলমান আছে জানলে অবশ্যই মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। মামলা সম্পর্কে না জানিবার কারণে মিস মোকদ্দমা দায়ের করিতে ১১৯৮ দিন বিলম্ব হইয়াছে। দরখাস্তকারী উক্ত তামাদি মওকুফের জন্যও প্রার্থনা করিয়াছেন। মূল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারায় অত্র দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ফলে উল্লেখিত একতরফা আদেশ ও প্রাথমিক ডিক্রি রদ-রহিত করিয়া মূল মোকদ্দমা পুনঃবহাল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অত্র মোকদ্দমায় ২ নং বাদী-প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

আপত্তিকারী প্রতিপক্ষের দাখিলীয় আপত্তির প্রকৃত বিবরণের সংক্ষিপ্তরূপ এই যে,

প্রতিপক্ষগণ মুল মামলার আরজির তফসিল বর্ণিত ভূমি বাবদে বিগত বি এস জরিপ ভুল হওয়ায় স্বত্বের ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় দরখাস্তকারীপক্ষকে বিবাদী করিয়া মূল অপর ১৫৩/২০১০ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করে। মূল মোকদ্দমায় বিবাদী-প্রার্থীকের উপর সমন নোটিশ যথারীতি জারি করা হয়। প্রার্থীক মামলা বিষয়ে পূর্ব হতে অবগত ছিলেন। বিবাদী প্রার্থীকগণ ১৯/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মামলার বিষয়ে অবগত হয়ে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সময়ের আবেদন করেন। পরবর্তীতে প্রার্থীকগণ আর হাজির হননি। দীর্ঘদিন হাজির না হওয়ায় মামলা একতরফা অগ্রসর হয় এবং ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে

একতরফা রায় ডিক্রী হয়। নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীকগনের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল না থাকায় প্রার্থীপক্ষ মূল মামলায় আর হাজির হননি। প্রার্থীক মূল মোকদ্দমা বিষয়ে বরাবর আবগত থাকা স্বত্বেও তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া অত্র প্রতিপক্ষদেরকে হয়রানি করার জন্য মিথ্যা বর্ণনায় অত্র মিস মোকদ্দমা আনয়ন করে। অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা খরচাসহ নামঞ্জুর হবে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে চলিতে পারে কি না ?

২) অত্র মোকদ্দমা তামাদি আইনে বারিত কি না ?

৩) অত্র মূল মোকদ্দমার গত ২৩/০৫/২০১৭ ইং তারিখে একতরফা রায় ও তৎ ভিত্তিতে প্রদত্ত একতরফা ডিক্রী দরখাস্তকারী পক্ষের প্রার্থিতমতে রদ-রহিতযোগ্য কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০৩ (তিন) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা **মোঃ আবদুল্লাহ** (Pt.W.1), **আবদুস ছালাম** (Pt.W.2)ও **মোঃ শের আলী** (Pt.W.1)। প্রার্থীপক্ষে দাখিলী ইনফরমেশন স্লিপ প্রদর্শনী-১ ও ১ নং বিবাদীর মৃত্যুসনদ প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত হলো।

অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষী কে পরীক্ষা করেছেন। যথা **মোঃ সাইফুল ইসলাম** (Op.W.1)।

মোঃ আবদুল্লাহ (Pt.W.1) এবং আমমোক্তার **মোঃ সাইফুল ইসলাম** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

মোঃ আবদুল্লাহ (Pt.W.1) এর জবানবন্দির মূল বক্তব্য হলো, মূল মামলায় তার পিতা ছায়েদুল হক বিবাদী ছিলেন। তার পিতা সহ অপরাপর প্রার্থীকগণ হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়েছিলেন। মূল মামলাটি তার পিতা ছায়েদুল হক চালাতেন। তার পিতা ১৫/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করে। বাদী-প্রতিপক্ষ ছায়েদুল হকের ওয়ারীশ হিসাবে তাদের কে কায়মোকাম করেননি। বাদী প্রতিপক্ষ তাদের কে উক্ত মামলা আর পরিচালনা না করিয়া প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করেন এবং প্রার্থীকদের মামলায় আর হাজির না হওয়ার অনুরোধ করায় প্রার্থীকগণ পরবর্তীতে আর হাজির হননি। বাদী প্রতিপক্ষ প্রতারণার আশ্রয়ে প্রার্থীকগনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মামলা প্রত্যাহার না করে ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে একতরফা ডিক্রী হাসিল করেন। প্রার্থীকগণ গত ২৫/০৮/২০২০ ইং তারিখে সংবাদের নকল সংগ্রহ পূর্বক উক্ত একতরফা আদেশ ও ডিক্রী বিষয়ে সম্যকভাবে অবগত হন।

জেরাতে তিনি বলেন , তার পিতার মৃত্যুর পর ঐ মামলার খোঁজ নিতে তারা আসেননি। সাইদুল ইসলাম জামতলা বাজারে ২১/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে একতরফা ডিক্রীর বিষয়টি প্রকাশ করে। তিনি দাবি করেন যে মূল মামলায় বাদীপক্ষ প্রতারণার আশ্রয়ে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা ডিক্রী হাসিল করে। তিনি দরখাস্ত আনয়নে ১১৯৮ দিনের বিলম্ব মার্জনার প্রার্থনা

করেন। মুল মামলার এক-তরফা রায় ডিক্রী রদরহিত ক্রমে উহা পুর্নবহালের আবেদন করেন।

আবদুস ছালাম (Pt.W.2)ও **মোঃ শের আলী** (Pt.W.3) একতরফা ডিক্রীর বিষয়টি সাইফুল ইসলামের নিকট হতে ২০২০ সালের দিকে শুনেছেন মর্মে বক্তব্য দিয়েছেন।

প্রতিপক্ষে মোঃ সাইফুল ইসলাম OPW-1 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া দাবি করেছেন যে, মূল মোকদ্দমায় বিবাদীদের উপর সমন সঠিকভাবে জারি হয়েছিল। প্রার্থীকগণ ১৯/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সময় চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন হাজির না হওয়াতে মামলাটি ২৩/০৫/২০১৭ ইং তারিখে একতরফা ডিক্রী হয়। নালিশী জমিতে প্রার্থীকগনের কোন স্বত্ব না থাকায় মূল মামলায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। OPW-1 জেরাতে স্বীকার করেছেন যে, ১ নং বিবাদী ছায়েদুল হক ১৫/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করে। মূল মামলা ছায়েদুল হক নিজে এসে পরিচালনা করতেন। ছায়েদুল হকের মৃত্যুর পর তার ওয়ারীশদের তারা কায়মোকাম পূর্বক পক্ষভুক্ত করেননি।

বিবেচ্য বিষয় নং ১ - ৩ ঃ

বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্বীকৃতমতেই মূল অপর ১৫৩/২০১০ নম্বর মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীগণ এবং তাদের পূর্ববর্তী বিবাদী এবং মূল প্রতিপক্ষগণ বাদী ছিলেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃত অনুযায়ী আরো দেখা যায়, ১-৮ নং প্রার্থীকের পূর্ববর্তী সাইদুল হক মূল মামলার ১ নং বিবাদী ছিলেন। তিনিসহ অপরাপর প্রার্থীকগণ মূল মামলায় হাজির হয়েছিলেন। প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে , উক্ত মূল মামলাটি পরিচালনার মূল দায়িত্ব ছিল তাদের পিতা ১ নং বিবাদী সাইদুল হকের উপর। এ বিষয়টি OPW-1 জেরাতে নিজেও স্বীকার করেছেন। উভয়পক্ষ কর্তৃক আরো স্বীকৃত যে মামলা চলাবস্থায় বিবাদীপক্ষের মূল তদবিরকারক উক্ত সাইদুল হক ১৫/০১/২০১৩ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। প্রদর্শনী-২ মৃত্যুসনদ হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। দেখা যায় মূল মামলাটি ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এক-তরফা সূত্রে রায় ডিক্রী হয়। ১-৮ নং প্রার্থীকগনের পূর্ববর্তী ১ নং বিবাদীর মৃত্যুর পর এবং এক তরফা ডিক্রীর পূর্ব পর্যন্ত বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদীর মৃত্যুতে কোন কায়মোকাম করেননি। কায়মোকাম না করেই বাদীপক্ষ একতরফা ডিক্রী হাসিল করেছেন মর্মে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান। এদিকে মূল মামলায় পক্ষভুক্ত না হওয়াতে ১-৮ নং প্রার্থীকগণ মূল মামলা বিষয়ে অবগত না থাকাটা অতি স্বাভাবিক। যেকারনে তারাও মূল মামলায় হাজির হতে পারেননি। মূল মামলায় বিবাদীপক্ষের মামলা পরিচালনাকারী প্রদান তদবিরকারকের মৃত্যু হওয়ায় এবং তার বৈধ ওয়ারীশগণ কে মামলায় পক্ষভুক্ত না করাতে প্রার্থীকগণ মূল মামলায় আর কোন তদবির গ্রহন করতে পারেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ মূল তদবিরকারক ১ নং বিবাদীর মৃত্যুতে যথাসময়ে কায়মোকাম না করে

যে সুকৌশলে এক-তরফা ডিক্রী হাসিল করেছেন তাহা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।

অত্র প্রতিপক্ষগণ অত্র মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত মর্মে দাবী করে। মূল মোকদ্দমায় একতরফা আদেশ ও প্রাথমিক ডিক্রি হওয়ার ১১৯৮ দিন পর দরখাস্তকারীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে বলে দাবী করে। দরখাস্তকারীপক্ষ দাখিলী দরখাস্তে গত ২১/০৮/২০২০ ইং তারিখে নালিশের কারণ উদ্ভব হয় বলে দাবী করিয়াছে। এই সময়ের কথা প্রার্থীপক্ষের সাক্ষী গণ অর্থাত Pt.W-1, Pt.W.2 ও Pt.W.3 তাদের জবানবন্দিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি এই সাক্ষীকে জেরা করে নালিশের কারণ উদ্ভবের তারিখ সম্পর্কে কোন সাংঘর্ষিক বা বিপরীত বক্তব্য বের করতে পারেননি। দরখাস্তকারীপক্ষ তামাদি মওকুফের প্রার্থনায়ও একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তে বর্নিত কারন সন্তোষজনক ও বিশ্বাসযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মোকদ্দমায় তামাদি নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মূল মামলায় বিবাদীপক্ষের মূল তদবিরকারকের মৃত্যু হওয়ায় এবং তার ওয়ারিশগণ পক্ষভুক্ত না হওয়ার সুযোগে হাসিলকৃত এক-তরফা ডিক্রীর মাধ্যমে প্রার্থীপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যেহেতু মূল মোকদ্দমাটি ঘোষনামূলক এবং ভবিষ্যতে Multiplicity of Suit পরিহার করিবার লক্ষ্যে মূল মোকদ্দমাটি দোতরফাসূত্রে বিচার হইলে উভয়পক্ষের জন্যই মঙ্গলজনক হবে বলে আমি মনে করি। অত্র দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে প্রার্থীপক্ষ ন্যায়বিচার বঞ্চিত হইবে। সুতরাং অত্র মিস্ মামলা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অতএব, বিচার্য বিষয়ত্রয় বিবাদী-প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ২ নম্বর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অপরাপর প্রতিপক্ষদের রিবুদ্ধে একতরফাসূত্রে ১০০০/- টাকা খরচাসহ মঞ্জুর হলো।

এতদ্বারা মূল অপর ১৫৩/২০১০ নম্বর মোকদ্দমায় গত ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রচারিত একতরফা রায় এবং তৎ প্রেক্ষিতে প্রচারিত একতরফা ডিক্রী রদরহিত করা হলো। মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে বিবাদীপক্ষের লিখিত বর্ননা দাখিল বিষয়ে তদবির গ্রহন পর্যায়ে আগামী ---------- খ্রিঃ তারিখ ধার্যে পুনর্বহাল করা হোক।

অত্রাদেশ বাদী-প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক খরচা বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা আগামী ২৭/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে দাখিল সাপেক্ষে কার্যকর হবে। উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচার টাকা দাখিলের ব্যর্থতায় অত্র মঞ্জুরাদেশ রদরহিত মর্মে গণ্য হবে।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত

মোঃ হাসান জামান
সিঃ সহঃ জজ
সিনিয়র সহঃ জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিঃ সহঃ জজ
সিনিয়র সহঃ জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মিস ছানি- ১০/২০২০